শ্রীকৃষ্ণ

(গীতিনাট্য)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

গ্র্যাণ্ড থিয়েটার হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা ;

১১।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১২

শ্রীকৃষ্ণ।

(গীতিনাট্য)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, নন্দ, উপানন্দ, ব্রহ্মা, নারদ, শ্রীদাম, সুদাম, রাখাল-বালকগণ, জনৈক ফলবিক্রেতা ও কুবেরের পুত্রদ্বয় (যমলার্জ্জুন)

স্ত্রীগণ।

শ্রীরাধিকা, যশোদা, রোহিণী, জটিলা, কুটিলা, গোপীগণ, রাধাকৃষ্ণবেশী-গোপবালকগণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—গোপীগণের বাটীর সম্মুখ।

গোপীগণ।

গীত।

সরলা গোপের বালা, দুধ যোগাতে যাই।
রাত পোহাল ফরসা হ'ল, মিন্‌ষে ঘরে নাই॥
কোথা কা'র আঁচল ধ'রে,
প'ড়ে আছে নেশার ঘোরে,
মন বাঁধা তার যায় কি জোর ক'রে;
চোখের জল চোখে মুছি, আপনি আনি
আপনি খাই॥
পাড়া পাড়া সাড়া নিয়ে,
ঘুরে বেড়াই দুধ যুগিয়ে,
নিয়ে যা খাঁটি জিনিস, সস্তা দর দিয়ে;
কুলনারী হাটে ফিরি, বোল্‌বো কি ছাই, কি
বালাই॥

১ম গোপী। ওলো বেলা হ'ল, এখন রঙ্গরস রাখ, হাটের দিকে যাই চল।

২য় গোপী। ভাই! আমাদের যে হাট, মাঠ, পথ, ঘাট, সবই সমান; যত বাইরে বাইরে থাক্‌তে পারা যায়, ততই ভাল। তুই ঘরে গিয়ে পিরীত ক'র্‌বি তোর ব'লদে বাছুরের সঙ্গে,—আমি আমার গাইটার শিঙ্গে সিঁদুর মাখিয়ে,মনে কোর্‌বো যে, আমার নটবরের সঙ্গে হোলি-খেলা খেল্‌ছি।

৩য় গোপী। আর আমি কি কর্‌বো ভাই, তোদের চেয়ে আমার মাথার সিঁদুর যে কিছু বেশী জ্বলজ্বলটি, তা তো নয়, নামেই ছোঁয়ান আছে, ভাতারের সঙ্গে যেন ভাসুর সম্পর্ক,মাসের মধ্যে হয় তো একদিন দেখা।

৪র্থ গোপী। আমার ভাই এক একবার মিন্‌ষের আক্কেল দেখে মনে হয় যে, দূর হোক্‌, আর এমন ক'রে প'ড়ে থাক্‌ব' না, গোকুলে রাধা যেমন সতী, তেমনি সতী হব।

৫ম গোপী। ওলো! দুঃখের কাহিনী গাইবার

এখন সময় নয়। বেলা হ'ল, হাটের দিকে চল্। এখনি আবার হয় তো নন্দরাণীর আদরের নিধি কানাই-বলাই এসে হাজির হবেন! দুধের কেঁড়ে টেড়ে সব উল্টে পাল্টে দিয়ে দুধটুক খেয়ে চলে যাবেন।

গোপী। হ্যাঁলা, তোরা অমন করিস কেন, দুধের ছেলে কানাই-বলাই, ভাল-মন্দ কিছু জানে না, আবদার কোরে এসে, একটু দুধ কি ছোলো একটু মাখন, চেয়ে খায়, তাতে আর হ'য়েছে কি?

১ম গোপী। তোর যে টান দেখ্তে পাই্লো? তুই ও.কি বাঁশী শুনে রাধার মতন পেছনে পেছনে ছুট্‌বি নাকি? দুধের ছেলে! আ মরি, কুলোয় শুয়ে তুলোয় ক'রে দুধ খায়! ঐটুকু ছেলে যে সব কিদ্‌কুটে কাণ্ড ক'রেছে, মনে হ'লে গায়ে কাঁটা দেয়! সে দিন পূতনা রাক্ষসীটা বিষপোরা মাই মুখে দিলে,—দুধের গোপাল বিষ হজম ক'রে, মাই টেনে রাক্ষসীটাকে মেরে ফেল্লে! বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে রাজ্যির মেয়েমানুষের কুল মজিয়ে বেড়াচ্ছে।

২য় গোপী। ওলো, আর কথায় কাজ নেই, ঐ শুন নাম কত্তে কত্তেই কানাই-বলাই এসে হাজির।

৩য় গোপী। ওলো সাম্‌লা, সাম্‌লা, দুধের কেঁড়ে সাম্‌লা।

৪র্থ গোপী। এক চুমুকে সাবার করে দেবে; একা কানাই নয়, আবার সঙ্গে বলাই আছেন।

৫ম গোপী। হ্যাঁলা, তুই যে কেঁড়ে লুকুলিনি?

৬ষ্ঠ গোপী। আমার কেঁড়ে ভেঙ্গে যদি কানাই-বলাই দুধ খায়, আমি আপনাকে ভাগ্যবতী মনে কর্‌বো।

১ম গোপী। আ মরণ, ছি! ছি! তুই রাধা হলি, আর দেরি নেই, তুই কি বাঁশী শুনে মজিচিস্ নাকি?

(গীত গাইতে গাইতে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।)

গীত।

কেঁড়ে কাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
রূপসী সব যাচ্ছি হাটে।
একটু খানি সম্‌ঝে চল,
জুজুর ভয় পথে ঘাটে॥
ঠমকে চমক চালে,
চলেছ পালে পালে,
কি জানি কে দেবে গালে,
ক্ষীরের ড্যালা নিয়ে লুটে।
ভরা কেঁড়ে গড়িয়ে, ধনি!
দাও না দুধ একটু খানি;
দুটী ভাই কানাই বলাই, গরু চরাই মাঠে মাঠে॥

কৃষ্ণ। ওগো বড় কিদে পেয়েছে, আমায় একটু দুধ দাও না।

১ম গোপী। যা যা ঘরে যা—দুষ্টুমি করিস্ নি, এ দুধ আমরা দিতে পার্‌বো না। তোর মা বড়লোক, আমরা গরীব, এই দুধ নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে আস্‌বো, তবে আমাদের পেট চল্‌বে।

বলরাম। তুই মাগী তো ভারি পাজি, মুখে কুড়ি-কিষ্টি হবে। একটু দুধ চাইলাম, মাগী কত কথা শুনিয়ে দিলে দেখ না! তুমি একটু দুধ দেবে গা?

২য় গোপী। কোথায় পাব বাছা? নিজের দুঃখের জ্বালায় সারা হচ্ছি; কেন বাছা জ্বালায় উপর জ্বালা বাড়াচ্ছো?

কৃষ্ণ। তুই মাগী পাকা বদ্‌মায়েস্, বেশী চালাকি করিস্‌নি, চাই না তোর দুধ, যা তুই চলে যা।—তুমি একটু দাওনা গা?

৩য় গোপী। গ্যাকাম করিস্‌নি, গ্যাকাম করিস্‌নি। দূর হ! দূর হ! কেলে ছোঁড়া কোথাকার!

বলরাম। সুন্দরি, ও নয় কেলে ছোঁড়া,—আমি তো সুন্দর; কাল'কে না দাও, আমি ভাল, আমাকে একটু দাও। ও কি

মুখ ফেরালে যে? ওঃ, বুঝেছি, তোমার মতলব আলাদা; আচ্ছা, বুঝে নেবো, আমরাও ছাড়্বার পাত্র নই।

৪র্থ গোপী। তা যা বুঝ্তে হয় পরে বুঝিস, এখন পথ ছেড়ে দে, হাটে যাই। আমরা দুদ্ টুদ্ দিতে পার্বো না, যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে, বাড়ী গিয়ে খেগে যা।

কৃষ্ণ। তুমি ঠাকরুণ সকলের উপর দেখ্ছি; বুদ্ধিতে পূতনা রাক্ষসীর মামাতো বোন! চাইতে না চাইতে দূর দূর কোর্ছো। যার অমন কড়া প্রাণ, তার কাছে কি আমরা কিছু চাই? মনেও করো না আদর করে বিষ দিলে, আমরা অমৃত বলে খাই। কি গো তুমি কি বোল্বে? বর মুখ কোরে তোমার কাছে চাচ্ছি, আমাদের দুটী ভাইকে একটু দুধ খেতে দেবে?

৫ম গোপী। তোমায় তো পেটে ধরিনি বাছা, তোমাদের উপর দরদ হবে কেন? ঘরে গিয়ে নন্দরাণীর আঁচল ধ'রে যত পার আব্দার কর গে,—আমরা সইতে যাব কেন?

বলরাম। কানাই, দেখ্লি ভাই! ডবগা ডবগা মাগীগুলোর আক্কেল দেখ্লি? সব পাথরকুচির প্রাণ নিয়ে জন্মেছিল! সত্যি আমাদের পেটে তো বাকড় হয়নি, ওদের সব দুধ কি আমরা খেতুম!

কৃষ্ণ। দাদা! দুষ্টুর সঙ্গে দুষ্টুমি, ভাল মানুষের সঙ্গে ভাল মানুষি,—আমাদের কাজ আমরা করি এস!

বলরাম। দেখ্ মাগীরা, তোরা ভাল কথার কেউ ন'স! এই শেষ বল্ছি, ভাল চাস্তো দুধ ঢেলে দে, আমরা পেট পূরে খাই, না হোলে একটী ফোঁটাও বাজারে নিয়ে যেতে পার্বি নি, কেঁড়ে শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়ে যেতে হবে।

১ম গোপী। কি! জোর করে নিবি নাকি? আমরা গয়লার মেয়ে, তোদের মত দুটো পুটকে ছোঁড়াকে এক হ্যাঁচকানিতে যমুনার জলে ফেলে দিতে পারি। আয় তো লা সব কোমর বেধে দাঁড়াই।

কৃষ্ণ। আচ্ছা লাগে, দেখা যাক্ কে কাকে যমুনার জলে ফেলে! দাদা এস, দুজনে মওড়া আগ্লে দাঁড়াই, কোন মাগী না পালাতে পারে।

২য় গোপী। হ্যাঁ পালাব বৈ কি, আয় না।

৩য় গোপী। পালাব না তো কি ভয় কোরে দাঁড়িয়ে থাক্বো নাকি?

৪র্থ গোপী। তোর চূড়ো ধড়ার নিকুচি করেছে।

৫ম গোপী। গয়লার মেয়ের বিত্যেব জান না যাদু। কোমর বাঁধার রোকটা দেখ্ছো।

বলরাম। দেখ কানাই, কেঁড়েগুলো সব ভুঁয়ে নাবিয়ে রেখেছে, ঐ গুলো উল্টে দিয়ে দুধ ফেলে দিই আয়।

কৃষ্ণ। ঠিক বলেছ দাদা।

(কেঁড়ে উলটাইয়া দুধ ফেলিয়া দেওন)

১ম গোপী। কি কল্লি, কি কল্লি, সর্ব্বনাশ কল্লি, ও মা, আজ খাব কি?

২য় গোপী। ও মা, কোথাকার হতচ্ছাড়া ছোঁড়া দুটো গা!

বলরাম। তোমার পিসীর ছেলে, চিন্তে পার্চো না? কোমর তো বেঁধে দাঁড়িয়েছে, এইবার এস, হাতাহাতি লাগা যাক।

কৃষ্ণ। কি গো ঠাকরুণরা, কুস্তি লড়্বে, না ঘুষোঘুসি কর্বে? আমরা দুয়েতেই রাজী।

৩য় গোপী। আজ এর একটা বিলিবন্দেজ ক'রে তবে মুখে জল দেব। কোথাকার সর্ব্বনেশে কুল মজানো, ঘরভাঙ্গানো ছোঁড়া দুটো গোকুলে এসেছে গা! গেরোস্তোর

টেঁকা দায়, ধনে প্রাণে মারলে গো, ধনে প্রাণে মারলে।

৪র্থ গোপী। গোকুলে যেমন বাঁদরের উপদ্রব, তেমনি উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে! দিদি, এমন করে আর কদ্দিন চল্‌বে?

৫ম গোপী। আর দরদ কল্লে চল্‌বে না, আর মুখ চাইলে হবে না, চল সকলে আমরা নন্দরাণীর কাছে যাই। তাঁর পেয়ারের ছেলে দুটীর আচরণের কথা বলি গে, দেখি সেখানে কোন বিহিত হয় কি না?

সকলে। এ বেশ কথা, তাই চল, তাই চল

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো দিদিঠাকরুণরা—সেই বেশ কথা; মা যশোদার কাছে গিয়ে নালিশ কর গে। দেখি তিনি মাথাটাই কেটে ফেলেন, কি ফাঁসিতেই লোটকে দেন।

১ম গোপী। যাবই তো।

বলরাম। আমার মাথার দিব্যি, এখনি যাও।

২য় গোপী। আজ নন্দরাণীকে ব'লে এমন মার খাওয়াব।

কৃষ্ণ। প্রাণটা যেন বজায় থাকে, আর যেমন করে মার খাওয়াও, রাজী আছি।

৩য় গোপী। আমার এই ভাঙ্গা কেঁড়ে নিয়ে গিয়ে দেখাব।

বলরাম। আ মরি মরি, তোমার কেঁড়েটী বুঝি ভেঙ্গে গেছে? তা দেখ, আমার এ গতর দিয়ে তোমার ভাঙ্গা কেঁড়ে জুড়ে দিই, সে ক্ষমতা নাই।

৪র্থ গোপী। আ মরণ, এই দুঃখের উপর আবার রসিকতা কচ্চেন।

বলরাম। সুন্দরি, আমি তোমার দাস, আমায় পায়ে রাখ। দেখ, তোমার চেয়ে চেহারা খারাপ নয়।

৫ম গোপী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রং করবি? আয় চলে আয়।

সকলে। চল চল—নন্দরাণীর কাছে চল।

[৬ষ্ঠ গোপী ব্যতীত অন্যান্য গোপীগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বলি ওগো ঠাকরুণ, তুমি চুপটী করে একটী পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? ওরা সব মা যশোদার কাছে নালিশ কর্‌তে গেল,—তুমি গেলে না যে? ও কি—তুমি কাঁদ্‌চো কেন?

৬ষ্ঠ গোপী। কানাই, তুমি বড় নিষ্ঠুর, তোমার কি করেছি? ওরা কত ভাগ্যবতী, জোর করে ওদের দুধ কেড়ে খেলে; আমি অভাগিনী,—আমার সঙ্গে একটী কথাও কইলে না!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন মেয়ে গা! ওরা দুষ্টু, ওদের সঙ্গে দুষ্টুমি কল্লুম। তুমি আমাদের দুটী ভাইকে ভালবাস, তা আমরা জানি। দাদা, এস তো, আমরা দু' ভাই হাত পেতে দাঁড়াই। এইবার তুমি কেঁড়ে থেকে দুধ ঢেলে দাও, আমরা প্রাণ পূরে খাই

৬ষ্ঠ গোপী। ভক্তবৎসল! ভক্তের ভগবান্! তুমি করুণা-নিদান! আমি তোমায় চিনি, আমি তোমায় জানি। আহা! কত পুণ্য করেছিলুম,—প্রেমময়, দয়াময়, সর্ব্বময়! আজ তোমরা দু'টী ভায়ে হাত পেতে দুধ চেয়ে খাচ্চ!

কৃষ্ণ। দেরি ক'রো না, দেরি ক'রো না, বড় ক্ষিদে পেয়েছে। দাও—দেখ্‌ছো না—দুটী ভায়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি। (দুগ্ধ পান।) আঃ প্রাণ পূরে গেল, এইবার তুমি যাও।

বলরাম। কানাই, আমি তোর বড় ভাই বটে, কিন্তু ভাই তোকে চিন্‌তে পার্‌লুম না।

৬ষ্ঠ গোপী। আহা কি রূপ! কি রূপ!—প্রাণ পূরে গেল—মন ভ'রে গেল।

(গীত)

"চন্দন-চর্চ্চিত নীল কলেবর,পীতবসন বনমালী।
মণিময় কুণ্ডল, ঝলমল মণ্ডিত গণ্ডযুগলশালী॥
চন্দ্রক চারু,ময়ুর শিখণ্ডক,মণ্ডল বলয়িত কেশম্।
প্রচুর পুরন্দর ধনু রঞ্জিত মেদুর-মুদির-সুবেশম্
শ্যামল মৃদুল কলেবর মণ্ডলমধিগতগৌর দুকূলম্।
নীল নলিন মিব পীত পরাগ পটলভর বলয়িত-
মূলম্॥"

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বলাই। কানাই, কি খেলা খেলিস্ ভাই, কিছু বুঝ্‌তে পারিনি। তোর কায়া, তোর ছায়া আমি, দিন রাত সঙ্গে সঙ্গে র'য়েছি—তুই কখন্ কি ভাবে থাকিস্, কখন্ কি খেলা খেলিস্—কিছু বুঝতে পারিনি—বিহ্বল প্রাণে তোর মুখের পানে চেয়ে থাকি।

কৃষ্ণ। দাদা খেল্‌তেই এসেছি, তুমি আমার খেলার প্রধান সাথী, খেলা ভুলে যাচ্ছ কেন?

(গীত)

খেলা খেলিতে আসা,
কত খেলিব আশা,
খেলিতে খেলিতে চিতে বাড়ে পিয়াসা॥
প্রেম ভরা প্রাণে,
খেলা যে খেলিতে জানে,
ছুটে এসে হেসে তারে দিই ভালবাসা॥
হাসি খেলি আসি যাই,
যে চায় তাহারে চাই,
চরণে লুটায়ে রই, কত সুখ তাহে পাই—
আদরে শিখাই তারে প্রেম-সাগরে ভাসা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যশোদার বাটী।

যশোদা ও গোপীগণ।

যশোদা। তা মা, রাগ ক'র্ব্বো না, যা হয়েছে হয়েছে; গোপাল আসুক, আমি খুব কড়া করে শাসন করে দেব। আর তোমাদের কাছে গিয়ে উপদ্রব কর্‌বে না।

১ম গোপী। কত বার কত কাণ্ড হয়ে গেল, মা,—বড় মুখ করে তোমায় বল্‌তে এলুম, তুমি দুটো মিষ্টি কথা ক'য়ে বিদেয় ক'রলে, তার পর যে গোপাল, সেই গোপাল।

যশোদা। মা! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, গোপাল ভারি দুষ্টু হয়েছে, আর গায়ে হাত বুলিয়ে মানবে না; এবার এমন শাসন কর্‌বো যে, কিছুদিন মনে থাক্‌বে।

২য় গোপী। অতি দুরন্ত ছেলে মা—অতি দুরন্ত ছেলে, কারুকে দৃকপাতও করে না; আবার বলাইটা জুটে গোপালকে আরও ধিঙ্গি করে তুলেছে।

৪র্থ গোপী। কি বল্‌বো মা, জোর ক'রে পরের বাড়ী ঢুকে ছানা মাখন চুরি ক'রে খেয়ে আসে, দুধের কেঁড়ে উল্টে ফেলে দিয়ে সব দুধ নষ্ট ক'রে দেয়। আমরা দুঃখী গরীব লোক, আর কতদিন এ রকম অত্যাচার স'য়ে চুপ করে থাকি মা!

৩য় গোপী। এই দেখ দিকিন্—আমাদের কেঁড়ে-গুলো গুঁড়ো ভেঙ্গে দিয়ে এল! কিছু জানি না মা, কারুর ভাল-মন্দয় থাকি না, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, আমাদের উপর একি দৌরাত্ম্য!

যশোদা। দুঃখু কোরো না মা, অভিশাপ দিও না। তোমাদের যা যা নষ্ট করেছে, আমি সব পুষিয়ে দিচ্ছি। কার দোষ দেবো মা,

টেঁকা দায়, ধনে প্রাণে মারলে গো, ধনে প্রাণে মারলে।

৪র্থ গোপী। গোকুলে যেমন বাঁদরের উপদ্রব, তেমনি উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে! দিদি, এমন করে আর কদ্দিন চলবে?

৫ম গোপী। আর দস্যি কল্লে চলবে না, আর মুখ চাইলে হবে না, চল সকলে আমরা নন্দরাণীর কাছে যাই। তাঁর পেয়ারের ছেলে দুটীর আচরণের কথা বলি গে, দেখি সেখানে কোন বিহিত হয় কি না?

সকলে। এ বেশ কথা, তাই চল, তাই চল

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো দিদিঠাকরুণরা—সেই বেশ কথা; মা যশোদার কাছে গিয়ে নালিশ কর গে। দেখি তিনি মাথাটাই কেটে ফেলেন, কি ফাঁসিতেই লোট্‌কে দেন।

১ম গোপী। যাবই তো।

বলরাম। আমার মাথার দিব্যি, এখনি যাও।

২য় গোপী। আজ নন্দরাণীকে ব'লে এমন মার খাওয়াব।

কৃষ্ণ। প্রাণটা যেন বজায় থাকে, আর যেমন করে মার খাওয়াও, রাজী আছি।

৩য় গোপী। আমার এই ভাঙ্গা কেঁড়ে নিয়ে গিয়ে দেখাব।

বলরাম। আ মরি মরি, তোমার কেঁড়েটী বুঝি ভেঙ্গে গেছে? তা দেখ, আমার এ গতর দিয়ে তোমার ভাঙ্গা কেঁড়ে জুড়ে দিই, সে ক্ষমতা নাই।

৪র্থ গোপী। আ মরণ, এই দুঃখের উপর আবার রসিকতা কচ্চেন।

বলরাম। সুন্দরি, আমি তোমার দাস, আমায় পায়ে রাখ। দেখ, তোমার চেয়ে চেহারা খারাপ নয়।

৫ম গোপী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রং করবি? আয় চলে আয়।

সকলে। চল চল—নন্দরাণীর কাছে চল।

[৬ষ্ঠ গোপী ব্যতীত অন্যান্য গোপীগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বলি ওগো ঠাকরুণ, তুমি চুপটী করে একটী পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? ওরা সব মা যশোদার কাছে নালিশ করতে গেল,—তুমি গেলে না যে? ও কি—তুমি কাঁদচো কেন?

৬ষ্ঠ গোপী। কানাই, তুমি বড় নিঠুর, তোমার কি করেছি? ওরা কত ভাগ্যবতী, জোর করে ওদের দুধ কেড়ে খেলে; আমি অভাগিনী,—আমার সঙ্গে একটী কথাও কইলে না!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন মেয়ে গা! ওরা দুষ্টু, ওদের সঙ্গে দুষ্টুমি কল্লুম। তুমি আমাদের দুটী ভাইকে ভালবাস, তা আমরা জানি। দাদা, এস তো, আমরা দু' ভাই হাত পেতে দাঁড়াই। এইবার তুমি কেঁড়ে থেকে দুধ ঢেলে দাও, আমরা প্রাণ পূরে খাই

৬ষ্ঠ গোপী। ভক্তবৎসল! ভক্তের ভগবান্! তুমি করুণা-নিদান! আমি তোমায় চিনি, আমি তোমায় জানি। আহা! কত পুণ্য করেছিলুম,—প্রেমময়, দয়াময়, সর্ব্বময়! আজ তোমরা দু'টী ভায়ে হাত পেতে দুধ চেয়ে খাচ্চ!

কৃষ্ণ। দেরি ক'রো না, দেরি ক'রো না, বড় ক্ষিদে পেয়েছে। দাও—দেখ্‌ছো না—দুটী ভায়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি। (দুগ্ধ পান।) আঃ প্রাণ পূরে গেল, এইবার তুমি যাও।

বলরাম। কানাই, আমি তোর বড় ভাই বটে, কিন্তু ভাই তোকে চিনতে পারলুম না।

৬ষ্ঠ গোপী। আহা কি রূপ! কি রূপ!—প্রাণ পুরে গেল—মন ভ'রে গেল।

(গীত)

"চন্দন-চর্চ্চিত নীল কলেবর,পীতবসন বনমালী।
মণিময় কুণ্ডল, ঝলমল মণ্ডিত গণ্ডযুগলশালী॥
চন্দ্রক চারু,ময়ুর শিখণ্ডক,মণ্ডল বলয়িত কেশম্।
প্রচুর পুরন্দর ধনু রঞ্জিত মেদুর-মুদির-সুবেশম্
শ্যামল মৃদুল কলেবর মণ্ডলমধিগতগৌর দুকূলম্।
নীল নলিন মিব পীত পরাগ পটলভর বলয়িত-
মূলম্॥"

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বলাই। কানাই, কি খেলা খেলিস্ ভাই, কিছু বুঝতে পারিনি। তোর কায়া, তোর ছায়া আমি, দিন রাত সঙ্গে সঙ্গে র'য়েছি—তুই কখন্ কি ভাবে থাকিস্, কখন্ কি খেলা খেলিস্—কিছু বুঝতে পারিনি—বিহ্বল প্রাণে তোর মুখের পানে চেয়ে থাকি।

কৃষ্ণ। দাদা খেলতেই এসেছি, তুমি আমার খেলার প্রধান সাথী, খেলা ভুলে যাচ্ছ কেন?

(গীত)

খেলা খেলিতে আসা,
কত খেলিব আশা,
খেলিতে খেলিতে চিতে বাড়ে পিয়াসা॥
প্রেম ভরা প্রাণে,
খেলা যে খেলিতে জানে,
ছুটে এসে হেসে তারে দিই ভালবাসা॥
হাসি খেলি আসি যাই,
যে চায় তাহারে চাই,
চরণে লুটায়ে রই, কত সুখ তাহে পাই—
আদরে শিখাই তারে প্রেম-সাগরে ভাসা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যশোদার বাটী।

যশোদা ও গোপীগণ।

যশোদা। তা মা,রাগ ক'রো না, যা হয়েছে হয়েছে; গোপাল আসুক, আমি খুব কড়া-করে শাসন করে দেব। আর তোমাদের কাছে গিয়ে উপদ্রব করবে না।

১ম গোপী। কত বার কত কাণ্ড হয়ে গেল মা,—বড় মুখ করে তোমায় বলতে এলুম, তুমি দুটো মিষ্টি কথা ক'য়ে বিদেয় ক'ল্লে, তার পর যে গোপাল, সেই গোপাল।

যশোদা। মা! আমি বুঝতে পেরেছি, গোপাল ভারি দুষ্টু হয়েছে, আর গায়ে হাত বুলিয়ে মানবে না; এবার এমন শাসন করবো যে, কিছুদিন মনে থাকবে।

২য় গোপী। অতি দুরন্ত ছেলে মা—অতি দুরন্ত ছেলে, কারুকে দৃক্পাতও করে না; আবার বলাইটা জুটে গোপালকে আরও ধিঙ্গি করে তুলেছে।

৪র্থ গোপী। কি বলবো মা, জোর ক'রে পরের বাড়ী ঢুকে ছানা মাখন চুরি ক'রে খেয়ে আসে, দুধের কেঁড়ে উল্টে ফেলে দিয়ে সব দুধ নষ্ট ক'রে দেয়। আমরা দুঃখী গরীব লোক, আর কত দিন এ রকম অত্যাচার স'য়ে চুপ করে থাকি মা!

৩য় গোপী। এই দেখ দিকিন্—আমাদের কেঁড়ে-গুলো গুঁড়ো ভেঙ্গে দিয়ে এল! কিছু জানি না মা, কারুর ভাল-মন্দয় থাকি না, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, আমাদের উপর এ কি দৌরাত্ম্য!

যশোদা। দুঃখু কোরো না মা,অভিশাপ দিও না। তোমাদের যা যা নষ্ট করেছে, আমি সব খুষিয়ে দিচ্ছি। কার দোষ দেবো মা,

আমার বরাতের দোষ!—এত করে দাব্‌তে চেষ্টা করি, কিছুতেই বাগ্‌ মানে না।

৫ম গোপী। যা গেছে গেছে মা! আমরা কিছু ফেরত চাইনি, দোহাই বল্‌চি তোমায়,এই-টুকু ক'রো, বার দিগর না তোমার কাছে এসে গোপালের নামে নালিশ ক'ত্তে হয়।

যশোদা। একটু দাঁড়াও না মা; গোপাল আসুক, দেখ না আজ কি করি।

১ম গোপী। তোমার ধর্ম্ম তোমার হাতে মা, আমরা আর কি বোল্‌বো।

(রোহিণীর প্রবেশ)

যশোদা। দিদি! কানাই-বলাই ঘরে ফিরেছে?

রোহি। আঃ আমার পোড়া কপাল, কি আর বোলবো? চুপি চুপি কখন যে কানাই-বলাই এসে ঘরে ঢুকে বসে আছে, তা তো কিছুই টের পাইনি! আমি উঁকি মেরে দেখি, গামলা গামলা দুধ সব উলটে ফেলে দিয়েছে, ঘরময় মাখন, সরের ছড়াছড়ি, যত পেরেছে খেয়েছে, আর বাঁদরগুলোকে ডেকে ডেকে সব খাওয়াচ্চে।

২য় গোপী। এই বোঝ মা তোমার গোপালের আক্কেল বোঝ, ঘরে বাইরে সকলকে হাড়ে নাড়ে জ্বালাচ্ছে।

যশোদা। দুষ্ট ছেলে আদর পেয়ে পেয়ে মাথায় চ'ড়ে বসেছে, দিদি, কানাই-বলাইকে এইখানে ধরে নিয়ে এস তো।

রোহি। ও মা, তা আমি পারবো না, তুমি এই-খান থেকে ডাক না. এখনি আসবে এখন।

যশোদা। কানাই! বলাই! এই দিকে এস তো। এখনও আস্‌ছিস্ নে যে;—যাব নাকি? মার খাবার জন্য পিটু সুড়্‌ সুড়্‌ কচ্ছে না?

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কেন মা?—ডাকৃছো কেন মা?

বলরাম। এই যে মা আমরা দুটী ভাই এসেছি

যশোদা। তোরা ঠাউরেছিস্ কি? ঘরে উপ-দ্রব ক'রে সান্‌লো না? আবার এর তার বাড়ী গিয়ে কেঁড়ে ভেঙ্গে দুধ খেতে আরম্ভ করেছিস্? ঘরের দুধ ছানা বুঝি মিষ্টি লাগে না।

বলরাম। ও ভাই কানাই! সেই পাজী মাগী-গুলো সত্যি সত্যিই মা যশোদার কাছে নালিশ ক'ত্তে এসেছে। মা গো! এদের কথা তুমি শুন না, এরা দল পুরু হ'য়ে কোমর বেঁধে, আমাদের সঙ্গে দাঙ্গা ক'ত্তে চাচ্ছিলো।

রোহিণী। তোরা এদের কেঁড়ে ভেঙ্গে দিয়ে এসেছিস্? সব দুধ নষ্ট করেছিস্? চুপ ক'রে রইলি যে?

যশোদা। দিদি! আর মিষ্টি মুখের কাজ নয়, ধর তো ছেলে দুটোকে বেঁধে রাখি, আর বাড়ী থেকে এক পা বেরুতে দেওয়া হবে না। ধর—ধর—বলাই পালায় যে, দেখ্‌লে দেখ্‌লে, হতভাগা ছেলে পালিয়ে গেল। (বলরামের পলায়ন।)

রোহিণী। ধ'বে কোথা? আমি এখনি ধ'রে নিয়ে আস্‌ছি।

(রোহিণীর প্রস্থান।

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া) কি রে, তুই পালাবিনি? যা দিকি কোথায় যাবি, এই দড়ী দিয়ে তোরে বাঁধ্‌বো।

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বেঁধ না, আর আমি কখনও দুষ্টমি কোর্‌ব না,এই বারটী আমায় ছেড়ে দাও।

যশোদা। তোর মিষ্টি কথায় আর তো ভিজ বো না, আজ তোকে বাঁধ্‌বোই বাঁধ্‌বো, দেখি, কেমন করে তুই বাড়ী থেকে বেরুস্?

(দড়ী দিয়া বন্ধনোদ্যত।)

এ দড়ীটায় হ'লো না, এই বড় দড়ীগাছা দিয়ে দেখি একি হলো? এত বড়

দড়ী দিয়ে এই কচি হাত দুখানি বাঁধ্‌তে পাচ্ছি না ?

১ম গোপী। তাই ত মা !—এ কোথাকার সর্ব্বনেশে ছেলে গো ? দুটো দড়ী এক করে বাঁধ দিকি মা !

যশোদা। আচ্ছা তাই ক'চ্ছি, দাঁড়া আজ তোরই এক দিন, কি আমারই এক দিন। হরি—হরি—এ কি হলো ? এতেও কুলোয় না যে !

২য় গোপী। ওলো, এই ছেলে পূত্‌নো বধ ক'রেছেলো ; আজ আবার কি একটা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড কোর্‌বে।

৩য় গোপী। আমাদের উপর রেগেছে, আজ আমাদের না পূত্‌নোর দশা করে,—পালাই চ—পালাই চ,—

৪র্থ গোপী। দাঁড়া না লো, শেষ দেখে যাই।

৫ম গোপী। তোর যে ভারি বুকের পাটা দেখ্‌তে পাই, দেখ্‌ছিস্ নি, আমাদের দিকে কটমট ক'রে চাইছে, বুঝি গিল্‌লে লো গিল্‌লে, সার্‌লে লো সার্‌লে !

সকলে। পালাই চল্, পালাই চল্।

যশোদা। যাচ্ছ কেন মা ; যাচ্ছ কেন মা ?

সকলে। না মা, আজ এই পর্য্যন্ত।

(গোপিনীগণের পলায়ন।)

যশোদা। এই যে আরও দড়ী রয়েছে, সব দড়ী একত্র করে বাঁধ্‌বো, দেখি কেমন করে তুই এড়াতে পারিস্। তাই তো—এত দড়ী দিয়েও কুলোতে পাচ্ছিনে। গোপাল কেন মাকে কষ্ট দিচ্ছিস্ ?

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, আর তোমায় ক্লেশ দেব না, এইবার বাঁধ, আর তোমার কোন কষ্ট হবে না, অনায়াসেই বাঁধ্‌তে পার।

(গীত)

বাঁধ বাঁধ মা,—আর আমি পালাব না।
বাঁধাত, পড়েছি আমি, কোথা যাব বল না ॥
মা মা মা বলে, ডাকিলে পরাণ গলে,
কত সুধা উথলে মা—তাত তুমি জান না ॥
বাঁধ বাঁধ বাঁধ মোরে,
বাঁধ মা কঠিন ডোরে,
মা-মা ব'লে সকাতরে, মুখ পানে চাব না ॥
(তোর প্রাণে ব্যথা দেব না)
(গোপালে বেঁধেছ বলে প্রাণে ব্যথা দেব না ॥)

যশোদা। এইবার হয়েছে, এই উদুখলে বেঁধে রেখে যাই, নড়্‌তে চড়্‌তে পার্‌বিনি, এক পা বেরুতে পার্‌বিনি। দুষ্ট ছেলে ! মিষ্টি কথার কেউ নয়।

[যশোদার প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। মা ! নূতন করে আমায় কি বাঁধবে ? আমি তো বাঁধা পড়ে আছি। জীবন-মরণে তোমার স্নেহে বাঁধা পড়ে আছি। মা ! মা ! আমার স্নেহময়ী মা ! নিজের চেষ্টায় আমায় বাঁধা যায় না, তা দেখ্‌লে, আমি নিজে বাঁধা দিলুম, তাই বাঁধ্‌লে। সে যা হোক্, এই বাঁধায় আমার আর এক কাজ সিদ্ধ হবে, আমার পরম ভক্ত নারদের শাপে, কুবেরের দুই পুত্র যমলার্জ্জুন বৃক্ষ রূপে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করে আছে, তাদের উদ্ধারের ভার আমার উপর। গাছ দুটো পাশাপাশি আছে, মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থান ব্যবধান। আমার এই বন্ধন অবস্থায় উদুখলটাকে গাছ দুটোর মাঝ্‌খান দিয়ে টেনে নিয়ে যাই, বহু কালের বৃক্ষ, এখনি ভূমিসাৎ হবে, কুবেরের পুত্র-দ্বয়ও উদ্ধার পেয়ে যথাস্থানে যাবে।

(তদ্রূপ করণ ও মহাশব্দে বৃক্ষদ্বয়ের ভূমিসাৎ হওন ও বৃক্ষ ভেদ করিয়া কুবেরের পুত্রদ্বয়ের আবির্ভাব ও গীত।)

নমস্তে পতিতজন-ভয়হারী।
নমঃ নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন,
জয় জয় কেশব জয় দানবারি ॥

যুগে যুগে হরি, অবনীতে অবতরি,
ভকত মানস সাধ পুরাও মুরারি॥
অকৃতি অধমে নাথ দেহ পদতরী॥
যমযাতনা আর সহিবারে নারি॥

শূন্যে অন্তর্ধান।

পট-পরিবর্ত্তন।

(নন্দ, উপানন্দ ও যশোদার প্রবেশ)

নন্দ। কিসের শব্দ?—যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়লো! এ কি? এত কালের পুরাতন যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ভূমিসাৎ হ'ল কি করে? উপানন্দ, লক্ষণ বড় শুভ নয়।

উপানন্দ। দাদা, কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বপ্নের অগোচর। এ কি গোপাল! এখানে বন্ধন অবস্থায় কেন?

নন্দ। তাই তো, গোপাল, তোমার এমন দশা কে করলে? যশোমতি! এ বুঝি তোমারই কাজ।

যশোদা। গোপরাজ! আমি নিতান্ত বিব্রত হয়ে, গোপালের প্রতি এরূপ আচরণ ক'রেছি। গোপালের উপদ্রবে, পাড়ার লোক-জনের কাছে মুখ দেখান ভার হয়েছে।

নন্দ। ছি! ছি!—তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে গেছে, করেছ কি! কাকে দড়ী দিয়ে বেঁধেছ? ছি! গোপাল কে, তা জান না? গোপাল,—গোপাল,—কিছু মনে করো না বাবা! যশোমতী বুদ্ধিহীনা, না বুঝে তোমার এরূপ দশা করেছে। এস, আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই। (বন্ধন খুলিয়া দেওন) যাও, খেলা কর গে।

শ্রীকৃষ্ণ। ছুউয়ো!—ছুউয়ো!—আমায় বেঁধে রাখতে পাল্লে না, আবার আমি পরের বাড়ী গিয়ে কেঁড়ে ভেঙ্গে দুধ খাই গে, মাখন চুরি করি গে।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

যশোদা। যাস্‌নি,—যাস্‌নি,—দাঁড়া, দাঁড়া, শুন্ গোপাল, একটা কথা বলি শুনে যা, লক্ষ্মী সোণা আমার!—একটা কথা শুনে যা।

[যশোদার প্রস্থান।

নন্দ। উপানন্দ! বহুকালের যমলার্জ্জুন বৃক্ষ অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হলো, দৈবজ্ঞকে আহ্বান ক'রে এর বিশেষ তদন্ত করতে হবে। বাস্তবিক আমি বড় চঞ্চল হ'য়েছি!

উপানন্দ। দাদা, উৎকণ্ঠার বিষয় তত কিছু নাই, শুভ স্বস্ত্যয়নে সকল আপদ-বিপদ যাবে। আপাততঃ দৈবজ্ঞের অনুসন্ধানে লোক পাঠান যাক্ চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

যমুনার পথ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ।

(গীত)

কানু একবার বাজা রে বাঁশী।
দুটী ভাই কানাই বলাই পায়ে পায়ে
দাঁড়া রে আসি।
শুনে তোর মোহন বেণু,
নেচে নেচে আসবে ধেনু,
যমুনা বইবে উজান, ঢেউয়ে প্রাণ মেশামেশি।
বাঁশী তোর কি বোল্ বলে,
কুলনারী আপন ভোলে,
লাজ মান ভাসিয়ে জলে,
ছুটে আসে দেখতে হাসি॥
(তোর বিধুমুখের, মধুর হাসি)

বলরাম। ভাই কানাই! পাল সব মাঠের ধারে ছেড়ে দিয়ে এসে, আমরা সকলেই যমুনার কূলে এলেম, এক দল পালের সঙ্গে থাক্‌লে ভাল হ'তো, কি জানি, কোথায় কোন্‌টা ছুট্‌কে পড়বে।

কৃষ্ণ। দাদা, কেন ভাব্‌ছো? তোমার শিঙ্গে আমার বেণু শুন্‌লে, ধেনু যেথায় থাক, হাম্বারবে ছুটে আস্‌বে। পাল মাঠে চর্‌তে ছেড়ে দিয়ে, আমরা তো রোজই যমুনার্ ধারে এসে খেলা করি।

শ্রীদাম। আহা, বলাই দাদার যেমন স্থূল দেহ, তেমনি স্থূল বুদ্ধি। কানুর ধেনু কানুর বেণু শুনে কোথাও লুকিয়ে থাক্‌তে প্পারে কি?

কৃষ্ণ। দাদা, আজ এক নূতন খেলা খেলা যাক্ এস।

বল। কি খেলা খেল্‌বি?

কৃষ্ণ। আজ শ্রীদামের সঙ্গে সুদামের বিয়ে দেওয়া যাক্।

সুদাম। ভাই কানাই! তুমি বলাই দাদার চেয়ে দেহে একটু পাতলা হলেও বুদ্ধিতে প্রায় সমান। আমার সঙ্গে শ্রীদামের বিয়ে দিবে? আমরা যে দুজনেই বর, ক'নে হবার ত' কেউ নাই।

বল। তোমাদের দুজনের ভেতর বর ক'নে বেছে দিচ্ছি, দাঁড়াও না। এ বেশ মজার খেলা হবে এখন।

শ্রীদাম। আচ্ছা বলাই দাদা লাগে—আমি পেছ্‌পাও নেই।

বল। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াও দেখি, মাথায় কে বড়, কে ছোট বুঝি। ছোট বড় হিসাবে ত' বর ক'নে হবে।

শ্রীদাম। আচ্ছা লাগে! এস' হে সুদাম, পাশে দাঁড়িয়ে পড় আর কি! ভাই, কানাইয়ের সাধ হ'য়েছে আমাদের নিয়ে একটু মজা করবে করুক।

(শ্রীদাম ও সুদামকে পাশাপাশি দাঁড় করান।)

বল। ও ভাই কানাই, এ দুজনের ভেতর বড় ছোট বিশেষ ঠাওর কর্ত্তে পারা যাচ্চে না, শ্রীদামের চেয়ে সুদাম এক বিগত টাক্ বড়।

কৃষ্ণ। তবে আর কি, সুদাম বর হোক, শ্রীদাম ক'নে হোক, মাণিক-যোড় মিলিয়ে দেওয়া যাক্।

শ্রীদাম। মাণিক-যোড় আর হবে কোথা থেকে? মাণিকের সঙ্গে পোক্‌রাজ মিলিয়ে দিচ্চ! যোড়া বড় ঠিক হ'ল না।

সুদাম। ঠিক হ'ক আর নাই হ'ক, এখন তোমায় ক'নে ত' হোতে হয়েছে বটে!

শ্রীদাম। নেহাত নাচার। ভাই কানাইয়ের হুকুম, কে ঠেল্‌বে বল?

কৃষ্ণ। ঠিক ক'রে দুজনে বর ক'নে হ'য়ে দাঁড়াও দেখি?

সুদাম। তা তো দাঁড়ালুম, ক'নের মাথায় ত একটা উড়্‌না টোড়্‌না কিছু চাই, নইলে ক'নে হয় ত বরকে এখুনি প্রাণেশ্বরী ব'লে ডেকে ব'স্‌বে। পরস্পরকে চিনে নেবার একটা কিছু নিশানা করে দেওয়া চাই।

বলরাম। তা—শ্রীদামের পীঠ-বস্ত্রই আপাততঃ ঘোমটার কাজ করুক, কি বল, শ্রীদাম?

শ্রীদাম। আমায় আর জিজ্ঞাসা করছো কেন? আমি এখন ক'নে;—ভাল মন্দ যেমন সাজাবে, তেমনি সাজ্‌ব। মোট কথা, আমার বরের মন ভুলান দরকার, ক'নে হলুম বটে, কিন্তু বরের হেনস্তা সইতে পারব না।

কৃষ্ণ। (শ্রীদামের পাঠবস্ত্র ঘোম্‌টা করিয়া) যা হোক, ছাঁচ মন্দ বেরোয় নি। কি বল বলাই দাদা!

বলরাম। অরে বাপ্ রে! শ্রীদামের শ্রীর চটক্ কি, যেন হাজার ফুলের পাপড়ি এক ক'রে সাজিয়েছে

সুদাম। এইবার একটু প্রেম-সম্ভাষণ হওয়া ত দরকার, নব নাগরীর মিলন সুধায় যাওয়া তো কিছু না।

বলরাম। প্রেম-সম্ভাষণ চাই বই কি। বর

ক'নের ছটায় পরস্পরের এলেম্ বোঝা যাবে।

সুদাম। শুভস্য শীঘ্রং—আর দেরি ক'রে কাজ নেই, পালা আরম্ভ করি। (শ্রীদামের প্রতি)

বিধু মুখ লুকিয়ে কেন, বদন তোল প্রাণ।
কুলনারী মান্‌বো নাক' ঘোমটা ধরে টান॥
আমি বড় জবর নাগর লজ্জা-সরম নাই,
নাগরী আমার তুমি তেমনি হওয়া চাই॥

কি হে ক'নে জবাব দাও।

শ্রীদাম। দূর্ ছাই, আমার সব গুলিয়ে গেল। ও ভাই কানাই! আমি ক'নে হ'তে পার্‌ব না, বর কর ত রাজি আছি।

কৃষ্ণ। ছি! শ্রীদাম তুমি হোটে গেলে, সুদামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পাল্লে না!

বলরাম। ছুউয়ো! ছুউয়ো! শ্রীদাম হেরে গেল। সুদামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পাল্লে না! ছুউয়ো! ছুউয়ো!!

রাখালগণ। ছুউয়ো! ছুউয়ো! শ্রীদাম হেরে গেল।

কৃষ্ণ। ভাই ও খেলা আজ এই পর্য্যন্ত থাক, আর এক মজা করা যাক্। ওই একজন ফলওয়ালা, ফল বেচ্‌তে যাচ্চে। ওকে ডাক', ওর বাজরা থেকে ফল কেড়ে খাই।

বলরাম। বেশ! বেশ! কানাই, তাতে আমি খুব রাজি! এই যে এই দিকেই আস্‌ছে।

জনৈক ফলওয়ালা'র প্রবেশ।

ঐ। ওগো! ওগো! তুমি কোথায় যাচ্চ গা! তোমার মাথায় ও কি?

ফল-ও। আমি দরিদ্র, সহায়-সম্বল-হীন; বাজারে ফল বেচ্‌তে যাচ্চি। বেচে যদি কিছু পাই, তাই নিয়ে এসে আমার পরিবারবর্গকে খাওয়াব।

কৃষ্ণ। আমাদের কিছু দিয়ে যাও না গা? আমরা অনেকগুলি ছেলে গরু চরাতে বেরিয়েছি, বড় খিদে পেয়েছে।—আমাদের কিছু ফল দাও না! আমরা সকলে ভাগ ক'রে খেয়ে, যমুনা থেকে অঞ্জলি পূরে জলপান ক'রে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করি। আমরা কিন্তু বাবু দাম দিতে পারব' না। গরিবের ছেলে কোথা পাব বল! চুপ ক'রে রইলে যে, কথা কচ্চ না কেন?

বলরাম। দেখ বাপু! তোমায় সাদা কথা ব'লে দিই শোন, কথা কও চাই নাই কও, ভাল মানুষের মত কিছু ফল আমাদের দিয়ে যাও; নইলে ঝাঁকাকে ঝাঁকা পার ক'রে দোব। আমাদেব দলে ষণ্ডা ছোঁড়ার কম্‌তি নেই, আমি একাই একশ'। বেশী চালাকি কল্লে, ফলের বাজরা ত উধাও করে দোবই, উপরি লাভ কি হবে জান, একখানি চরণ খোঁড়া ক'রে ছাড়্‌ব। আর হাটে বাজারে কখনও যেতে হবে না।

ফল-ও। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) প্রভু, এই বাজ্‌রা শুদ্ধ ফল তোমার চরণে ধর্‌লুম। সব তোমার, দয়াময়! আমি তোমায় চিনেছি—এ মূঢ়ের সঙ্গে কেন ছলনা ক'চ্চো? দীননাথ! আমি দীন, আমি শরণাগত, মায়ামোহে আবদ্ধ, সংসারজালে জড়িত, আমার কি গতি হবে?

কৃষ্ণ। দাদা! এ লোকটা নেহাৎ ভাল মানুষ দেখ্‌ছি! এর ফল কেড়ে খাওয়া হবে না, যাও তুমি যেথায় যাচ্চ যাও। আমাদের দলের ভিতরে অনেকেই গোঁয়ার গোবিন্দ; অমন কড়াকড়া ব'লে থাকে, তুমি কিছু মনে করো না।

ফল-ও। প্রভু, আমি আত্মহত্যা হব, যমুনার জলে ডুবে মরবো, যদি আমার বাজরা থেকে তুমি কিছু ফল না নাও; বড় আশা ক'রে

এসেছি, আশাময়! আমার আশা পূর্ণ কর।

কৃষ্ণ। এই তোমার ফলের বাজ্‌রা আমি ছুঁলুম! খুলে দেখ দেখি, ওতে কি আছে।

ফল-ও। (বাজ্‌রা দেখিয়া) প্রভু, এ কি! আমার সে স্তূপাকার ফল কোথা গেল, এ রত্নের রাশি কোথা হ'তে এলো? কৃপাময়! এ আবার কি ছলনা? আমি অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন,—আমার দৃষ্টির আবরণ খুলে দাও। জ্যোতির্ম্ময়! তোমার অপূর্ব্ব জ্যোতি আমারি প্রাণে এসে মিশুক্।

কৃষ্ণ। তুমি ফল বেচ্‌তে যাচ্ছিলে, তাতে কতই বা পেতে? এই সব রত্ন নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচ গে, তুমি ক্রোড়পতি হবে। তোমার কোন দুঃখ থাকবে না!

ফল-ও। না! না! প্রভু আর ছলনায় ভুল্‌ব না, কি ছার ধন-রত্ন দিয়ে আমায় ভোলাচ্ছ? কুবের যে চরণ ধ্যানে পায় না, সেই দুর্ল্লভ শ্রীপদ আমি চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌ছি, আর কি মোহের বন্ধন থাকে? ধন, রত্ন, পরিজন, আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। এই বাজ্‌রা আমি ছুড়ে ফেলে দিলুম, যারা আকিঞ্চন, সে এসে নিয়ে যাক্। প্রভু, তোমায় চিনেছি, তোমারই কৃপায় আমি তোমায় চিনেছি।

(গীত।)

তোমারি কৃপায় প্রভু তোমারে চিনেছি।
নীল নলীন আঁখি দেখিয়া মজেছি।
(আমি দেখিয়া মজেছি।)
ধন মান পরিজন, নাহি আর আকিঞ্চন,
মন প্রাণ এ জীবন চরণে সঁপেছি।
(ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-শোভিত, মুনি-মন-মোহিত,
দেবতা-দুর্ল্লভ পদে মন সঁপেছি)
কামনার মোহ-ফাঁস, ছিঁড়ে দাও শ্রীনিবাস,
প্রেম পরম নিধি নয়নে হেরেছি
(আমি হৃদয়ে এঁকেছি।)
(সাধনার ধন ব'লে আমি হৃদয়ে এঁকেছি)
অনুপমা সুষমা, (তাই হৃদয়ে এঁকেছি)
নাহি তার উপমা, (তাই হৃদয়ে এঁকেছি।)

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বলরাম। কানাই, তুই যেখানে যাবি, একটা কাণ্ড না বাদিয়ে ছাড়্‌বিনি, ক্রমে আমরা সকলে তোর সঙ্গে বেড়ান ছেড়ে দেব। তুই কোন্ দিন ভোজবাজী ক'রে আমাদের আকাশে উড়িয়ে দিবি, দুঃখিনী মা কেঁদে সারা হবে।

কৃষ্ণ। দাদা, তুমি যেন আমার গর্ব্বচন্দ্র দাদা। দিন দিন ন্যাকা হ'য়ে যাচ্চ নাকি?

বলরাম। যাক্ আর কথায় কাজ নেই, চল শ্রীদাম, চল সুদাম, পাল জড়ো করা যাক্।

রাখালগণ। চল বলাই দাদা চল।

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(গীত গাহিতে গাহিতে রাধিকার প্রবেশ।)

(গীত।)

নিপট কপট তুয়া শ্যাম।
রোয়ে রোয়ে মরে তুহারি চরণ ধারে (রাধা)
অগুণ বিচারি ছি ছি তুহ গুণধাম।
লাজ মান হরি যমুনা পানিমে ডারি,
বারি বারি করি, পিয়াসে ফুকারি,
চোরা চিত মন চোর ক্যায়সে নিবারি—
কলিজে কাটারি হরি লিয়ে তেরি নাম।

(গীত।)

কৃষ্ণ।

প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্॥
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং, দেহি মুখকমলমধুপানম্॥
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদি, হরতি দরতি স্থিরমতি ঘোরম্।

স্ফুরদধর-সীধবে তব বদনচন্দ্রমা, রোচয়তি
লোচনচকোরম্॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী দেহি
খরনয়নশর ঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদখণ্ডনং, যেন বা
ভবতি সুখজাতম্॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম
হৃদয়মতিযত্নম্।

(রাখালবালকগণের পুনঃ প্রবেশ।)

(গীত।)

কার ছেলেটি মিটি মিটি এদিক ওদিক
চাইছে রে ভাই।
পাশে নিয়ে বিভোর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ ও
ভাই কানাই॥
চেনা চেনা কর্‌ছি যেন,
রাইয়ের মতন বদন কেন,
দিন দুপুরে অভিসারে, বুঝি কমলিনী রাই॥
কুলনারী কুলে কালী,
ছি, ছি, এ কি চতুরালী,
ভাই কানাইয়ের মাথা খেলি, আই আই
লাজে মরে যাই॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যশোদার বাটীর কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত।

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। কই গো নন্দরাণী কোথায়?

কুটিলা। মা চুপ্ কর, চুপ্ কর, নন্দরাণীর সঙ্গে পরে দেখা কর্‌বো অখন! এই যে দুদের গোপাল কালাচাঁদ ঘুমুচ্চেন। ওর মোহন বাঁশী প'ড়ে রয়েছে। ঐ বাঁশী পাশে প'ড়ে রয়েছে। ঐ বাঁশীই সর্ব্বনাশের গোড়া। ঐ বাঁশী বাজিয়ে রাজ্যির মেয়ে ছেলেকে বশ করে। বাঁশী শুনে বউটা রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে ঘর থেকে দৌড়ে আসে! ঐ যে শোনা যায়, নন্দের ব্যাটা আজ পূতনা বধ কল্লে, কাল গোবর্দ্ধন ধল্লে, কেবল ঐ বাঁশীর মন্তরের গুণে; এ মা তোকে পাকা কথা বল্লাম।

জটিলা। তা কি করতে চাচ্চিস্ কি?

কুটিলা। এই ফুরসদ, কেউ কোথাও নেই, বাঁশীটা চুরি করা যাক্। সাপের বিষ দাঁত ভেঙ্গে যাবে, আর ভারিভুরি চল্‌বে না।

জটিলা। মর পোড়াকপালি, চুরি করবি কি লো?

কুটিলা। চুপ্ কর, ন্যাকা মাগী বকিস্‌নে, যা করি ত্যাখ।

(বাঁশী লইয়া বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত করণ)

জটিলা। সর্ব্বনাশী চোর বদনাম না নিয়ে ছাড়বিনি, গোকুলে মুখ দেখাবি কি করে?

কুটিলা। ঘরের বৌ বেরিয়ে গিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে পিরীত করে, তাতে মুখ দেখাস্ কি ক'রে? লজ্জা করে না? চুপ ক'রে থাক, ট্যাক্ ট্যাক্ করিস্‌নি।

জটিলা। কথা শুন্‌লিনি, হাতে হাত পস্তাতে হয় কি না ত্যাখ?

কুটিলা। মুখ গুঁজড়ে ধর্‌বো, আবার কথা কচ্চিস্,—চুপ্ করে থাক্।

জটিলা। তা বেশ, কোন্ বেটী আর কথা কইবে? নন্দরাণি! ওগো নন্দরাণি! অনেকক্ষণ এসেছি গো, একবার এ ঘরে এসো না।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। কে গা, কে গা? ও মা তোমরা! এস এস কি ভাগ্গি! কি ভাগ্গি!

জটিলা। ভাগ্গি তোমাদের না আমাদের!

যশোদা। সে যা হোক্, কি মনে ক'রে?

জটিলা। কিছু মনে না ক'রে তোমার এখানে আস্‌বার যো নাই বুঝি? সুদ্দু সুদ্দু আস্‌তে দোষ কি?

যশোদা। সে কি কথা! তুমি রোজ এস, দিনে দশবার এস, তোমাদের বাড়ী, তোমাদের ঘর, এমন কি, কানাইবলাই তোমাদের।

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। কানাই এখনো ঘুমুচ্চে! গোষ্ঠে যাবার বেলা হ'ল, রাখালেরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ কি, কুটুম্বের দল কোথা থেকে গো, আজ বাড়ী পবিত্র, বাড়ী পবিত্র। খুব ঘটা করে মা কুটুম্বদের খাওয়া দাওয়ায় উদ্‌যুগ কর।

কৃষ্ণ। মা, মা! এ কি এত! বেলা হয়েছে! দাদা দাঁড়িয়ে যে, আমায় ডাকৃতে পারনি?

বলরাম। কানাই, ডাক্‌বো কি? কারা এসেছে দেখেছিস্! কুটুম্বের চন্দ্রবদন দেখে সব ভুলে গিছি।

কুটিলা। (স্বগত) মুখে আগুন, মুখে আগুন, যেমন চেহারা, তেম্নি কথার ছিরি। এই খাচ্চি তোদের মাথা।

কৃষ্ণ। এ কি, আমার মোহন বাঁশী কোথায় গেল—কে নিলে? মা! মা! আমার মোহন বাঁশী কে নিলে?

বলরাম। সে কি রে কানাই?

যশোদা। সে কি বাবা, তোমার মোহন বাঁশী কে নেবে?

কৃষ্ণ। এই আখনা মা খুঁজে পাচ্ছিনি। রোজ পাশটীতে ক'রে নিয়ে শুয়ে থাকি, সকালবেলা উঠেই বাজাতে বাজাতে গোষ্ঠের দিকে যাই। কে নিলে মা, আমার মোহনবাঁশী কে নিলে? কে চুরি কল্লে? ঘরের ভেতর এসে কে চুরি কল্লে?

যশোদা। তাই তো বাবা, আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি। আর কোথাও ভুলে রাখিস্‌নি তো?

কৃষ্ণ। না মা, মোহন বাঁশী কি আমি কাছছাড়া করি! আমার বুকের জিনিস, আমি বুকে ক'রে নিয়ে শুই। কে চুরি কল্লে, কে চুরি কল্লে?

বলরাম। কানাই, এ পাকা চোরের কাজ, তার আর সন্দেহ নাই। চোর ধর্‌তেই হবে। আজ হুলস্থুল কাণ্ড কোরে তবে ছাড়্‌বো। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা!

কৃষ্ণ। দেখ যে যেখানে আছ, আমি সকলকে শুনিয়ে বল্‌চি, ভাল মানুষের মতন, আমার বাঁশীটী বের ক'রে দাও। কেন চোর বদনাম নিয়ে গোকুলে দাগি হয়ে বেড়াবে? কেউ কথা কওনা যে? তবে আমার দোষ নেই, আমি এখনই চোর ধরে দিচ্ছি। বাঁশী, আমার মোহন বাঁশী, আমার সাধের বাঁশী, আমার প্রাণের বাঁশী, একবার বাজতো। যেখানে থাক, যে ভাবে থাক, একবার বাজতো। তুমি আমার প্রাণের জিনিস, প্রাণছাড়া ক'রে কেউ তোমায় রাখতে পারবে না,—বাঁশী বাজতো—একবার বাজতো।—

(গীত।)

বাঁশী বাজত', বাঁশী বাজত'!
আমার রাধা নামে সাধা বাঁশী একবার
বাজত' বাজত'॥
গগনে গহনে বনে,
মিশাইয়ে সমীরণে,
গোপনে যেখানে থাক, বাঁশী বাজত' বাজত,

(আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী, একবার
বাজত', বাজত।)
জীবন মরণ বাঁশী,
বাঁশী তোরে ভালবাসি,
উথলি অমৃত-রাশি, বাঁশী বাজত' বাজত'।
(আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী একবার
বাজত' বাজত'।

(কুটিলার বক্ষের অভ্যন্তর হইতে
বাঁশীর ধ্বনি হওন।)

বলরাম। এই যে মাসী ঠাকরুণ! তোমারি এই কাজ? বার কয়ো—বার করো! এই ক'ত্তেই বুঝি ভোর বেলা কুটুম্বিতা জাহির ক'ত্তে এসেছিলে? সকল বিদ্যেই তো আছে, চুরি বিদ্যে কত দিন ধরেচো? এইবার কি হয়? এখন যে যা মনে করি, তাই ক'ত্তে পারি।

কৃষ্ণ। দাদা, আর কিছু ব'লো না, মাসীর আমার মুখটী চুণ হোয়ে গেছে, চল এই বার আমরা গোষ্ঠে যাই।

বলরাম। অমনি অমনি ছেড়ে দিয়ে যাব, তা কি হয়? একটা লোহা পুড়িয়ে পিটে চোর-দাগা দেগে তবে ছাড়বো।

কৃষ্ণ। না দাদা, যা হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে। আমাদের মোহন বাঁশী পাওয়া গেছে, আর বাড়াবাড়িতে কাজ কি? চল রাখালেরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'চ্ছে, বেলা ঢের হ'য়ে গেছে। (কুটিলার প্রতি) ছিঃ মাসী, এমন কাজ আর ক'রো না—আমরা গরু চরাই, খাই দাই থাকি, আমাদের ওপর রিস কেন? মোহন বাঁশটী আমার প্রাণ, এর উপর টাক ক'ত্তে আছে কি?

[কৃষ্ণ-বলরামের প্রস্থান।

যশোদা। হ্যাঁ দিদি, এ মতি তোমার হ'ল কেন? এত জিনিস থাকতে বাঁশীটী চুরি ক'ত্তে গেলে কেন, ছিঃ ছিঃ, গোকুলময় একটা ঢি ঢি পড়ে যাবে।

জটিলা। আর লজ্জা দিও না মা, ও বেটী ওই রকম। পরের উপর রিষ করে ক'রেই ম'ল।

যশোদা। আর কথায় কাজ নেই মা, ঘরে যাও। আমি সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিগে।

[যশোদার প্রস্থান।

জটিলা। কেমন—হ'লো! মুখের মতন ঝ্যাটা পেলি। সর্ব্বনাশীকে এতো বলি যে, পরের দেখে বুক ফাটা রোগটা ছাড়, তাতো শুনবিনি। এই যে চোর বদনামটা হ'লো তোর একলার! আমার কিছু ভাগ নেই, লোকে ব'লবে মায়ে ঝিয়ে সড় ক'রে ঘরে ঢুকেছিল।

কুটিলা। বেশ ক'রেছি, আমি যা ভাল বুঝেছি, তোর কি?

জটিলা। হাড় হাবাতি হতচ্ছাড়ি, লজ্জা নেই, আবার মুখের উপর কথা কচ্ছিস?

কুটিলা। চোপরাও বেটী, আমার খুসী, তুই কি ক'রবি? যেমন কালকুটে ছোঁড়া, তেমনি বিদকুটে বাঁশী। কে জানে যে কাপড়ের ভেতর থেকে পোঁ ক'রে উঠবে।

জটিলা। থাক বাছা, আর কথায় কাজ নেই, এখন ঘরে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ।

(গীত)

বনফুলের হারে সাজিয়ে গোপাল, গোপাল
করে সাধের মেলা।

দেখ্‌তে চাও, যাও দেখে যাও, সাধ যদি হয়
এই বেলা॥
(শুনে) বলার শিঙা কানুর বেণু
দেখ কেমন নাচ্‌ছে ধেনু,
আকাশ থেকে দেখ্‌ছে ভানু উঁকি মেরে
মজার খেলা॥
রাঙ্গা চরণ ভাই কানাইয়ের,
কি যে অতুল পেয়েছি টের,
দেখ্‌লে বুঝে, মনটী মজে, ভবপারে
যাবার ভেলা॥

বলরাম। কানাই, দ্যাখ দ্যাখ, বনফুলের হার পোরে গোপাল আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে! সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ যেন রঙ্গে ভঙ্গে খেলা ক'র্‌ছে। আমার আজ অনেক কথা মনে পড়্‌ছে।

কৃষ্ণ। কি কথা?

বলরাম। কি কথা জানিস্, তুই কে? কেন এসে ইস্? কি খেলা খেল্‌ছিস্? আমরা তোর সাথী কেন? এই সব মনে হোচ্ছে আর প্রাণ যেন উধাও হয়ে ছুটে চলেছে।

কৃষ্ণ। দাদা এসেছো গরু চরাতে। নানান কথা কইচ যে? ভাবের সমুখে ডোব্‌বার আর বুঝি সময় পেলে না? যা কর্‌তে এসেছ কর।

(রাখালবালকের গীত।)

বনের ফল মিষ্টি বড় ও ভাই কানাই
একটু খানা।
খেতে খেতে লাগ্‌লো মিঠে যত্ন ক'রে
তাই তো আনা॥
এঁটো ফল ধড়ায় বেঁধে,
এনেছি দেখ বড় সাধে,
প্রাণের সাথীর প্রেম উপহার,
সোহাগভরে তুলে নেনা।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলচে কানাই,
মুখে তুলে ফল দে না ভাই,
এঁটো ফল প্রাণ পূরে খাই,
চাইনে আমি সোণা-দানা॥

বলরাম। (স্বগত) পূর্ব্বলীলা, দেহ ধ'রে এসে কত খেলাই খেল্‌ছে। জগৎপতি রাখালের এঁটো খাচ্চে।

শ্রীদাম। ভাই কানাই, আজ সূয্যি মামা যেন দশটা হ'য়ে কিরণ ছড়াচ্চে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে।

সুদাম। আমার তো ভাই প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে, জল বিহনে ভারি কাতর হয়েছি; সব রাখালদেরই এই দশা।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! একটু জল দাও ভাই, তৃষ্ণায় আর দাঁড়াতে পাচ্চিনি।

কৃষ্ণ। তোরা ভাই একটুতে অমন হ'য়ে পড়িস্ কেন? আয় আমার সঙ্গে আয়, তোদের জল খাইয়ে আনি গে। এস দাদা এস।

[সকলের প্রস্থান।

(ব্রহ্মার প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। এই ভগবান্!—বৈকুণ্ঠ আঁধার ক'রে দেহ ধ'রে এসে এই কর্‌ছেন। মাঠে মাঠে গরুর পাল নিয়ে ফির্‌ছেন, রাখালের এঁটো ফল খাচ্ছেন। ইনিই কি সেই ভগবান্? সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ রাখালরূপে লীলা কচ্ছেন? আমার সন্দেহ হয়। সেই অমানুষিক ক্ষমতা! সেই দিব্যশক্তি, সেই অলৌকিক তেজ এই রাখালের দেহে আছে কি? ভাল পরীক্ষা ক'রে দেখি। আমি মায়াবলে, মায়া-বৃষ্টি মায়া-ঝড়ের অবতারণা ক'রে, এই গোপাল হরণ ক'রে নিয়ে যাই, দেখি, প্রভু এসে কি করেন। অনন্তশক্তিধরের সেই অনন্তশক্তি রাখাল-দেহে সম্পূর্ণভাবে আছে কি না, অনায়াসেই বুঝ্‌তে পার্‌বো। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? স্বকার্য্যে তৎপর হই।

(মায়া-বৃষ্টি, মায়া-ঝড় ও গোপাল অদৃশ্য হওন)

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন।)

(শ্রীকৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ।)

কৃষ্ণ। যা ভেবেছি, ঠিক্ তাই। সাধে কি আর পথ থেকে ফিরে এলুম। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আজ আমার শক্তি পরীক্ষা কর্‌বার জন্য মায়াজাল বিস্তার ক'রে গোপনে গো-পাল হরণ ক'রেছেন। ভাল, আমারও যথাসাধ্য আমি করি।

(পটপরিবর্ত্তন।)

(মায়া-বৃষ্টি ও ঝড় নিবারণ করিয়া গো-পালসহ গোষ্ঠ পুনঃ প্রকাশকরণ।)

কৃষ্ণ। এখন একবার সৃষ্টিকর্ত্তা এসে দেখুন, সৃষ্টি করাবার ক্ষমতা গোপ-বালকেরও আছে কি না?

(ব্রহ্মার পুনঃপ্রবেশ।)

ব্রহ্মা। প্রভু! প্রভু! অচিন্ত্য অব্যক্ত পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ঘোর সন্দেহ আমায় আচ্ছন্ন ক'রেছিল। আমি মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে অনন্ত শক্তিধরের শক্তি পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়েছিলুম। আমার দর্প চূর্ণ হ'য়েছে, আদি দিব্যজ্ঞান পেয়েছি।

কৃষ্ণ। কিছু নয়! কিছু নয়! অমন কত হয়, কত যায়, ও সব কিছু ধ'স্তে আছে? আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বস্থানে যান্।

ব্রহ্মা। প্রভু, একটী নিবেদন,—এ অজ্ঞানের কার্য্য যেন প্রকাশ না হয়, তা হ'লে দেব-সমাজে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাক্‌বে না।

কৃষ্ণ। তথাস্তু! আপনি আসুন।

ব্রহ্মা। প্রভুর অনুমতি শিরোধার্য্য!

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

(ত্রস্তে বলরামের প্রবেশ।)

বলরাম। কানাই! কানাই! সর্ব্বনাশ হ সর্ব্বনাশ হয়েছে।

কৃষ্ণ। কি হয়েছে দাদা?

বলরাম। রাখালদের জল খাওয়াবা আমার উপর দিয়ে তুই তো (অর্দ্ধে হ'তে ফিরে এলি। আমি তো খুঁজে কাছে কোথাও জলাশয় পেলেম না এখান হ'তে অনেক দূর। শেষে এ দিক খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে, একটা হ্রদে গিয়ে পড়্‌লুম। সব রাখাল ভাইয়েরা অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিল; প্রা শক্তি রহিত; হ্রদ দেখে একেবারে হুড়াহুড়ি ক'রে গিয়ে, আঁজ্‌লা পূ খেতে আরম্ভ কল্লে। যেমনি খাওয়া,— তখনি সকলেই পড়্‌লো আর মোলো আর কথাটী কইতে পার্‌লুম না, ছু কাছে এলুম। কি হবে কানাই? বি

কৃষ্ণ। দাদা, যথার্থ সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। বুঝ্‌তে পেরেছি সে কালীয়-হ্রদ! সে ভীষণ কালীয়নাগ বাস করে। তা বিষপরিপূর্ণ, যে খায়, সে তখনি রাখালেরা সেই হ্রদের জল খেয়েছে বিষ সহ্য করা সামান্য রাখাল ব কাজ কি?

বলরাম। এখন উপায়! কানাই তুই ব নাই ভাই। আহা, আমাদের সঙ্গে মতন তারা বেড়াত'! যেমন ক'রে তাদের বাঁচা ভাই!

কৃষ্ণ। চল দাদা যাই। তুমি নিশ্চিন্ত কোন ভয় নাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

পথ।

(রাধাকৃষ্ণবেশী গোপবালকগণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ রাধা নূতন খেলা খেল্‌তে শিখেছি।
প্রাণের কৃষ্ণ ডাইনে রেখে বামে রাধা সেজেছি॥
বাজে বাঁশী সা-রে গা মা,
সা-নি-ধা-পা-পা-মা-গা-মা,
তেম্‌নি করে বাজিয়ে বেণু, ধেনুর রাজা
হয়েছি॥
গোবর্দ্ধন কর্‌বো ধারণ,
তেমনি কোরে পূতনা নিধন,
রাধা-কৃষ্ণ কৃষ্ণ-রাধা জয় জয় নাম গেয়েছি॥
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভার্ঙ্ক

—০—

কালীয় হ্রদ।

কৃষ্ণ ও বলরাম।

বলরাম। না ভাই কানাই, তা কি হয়, ওকি কথা বল্‌ছিস! তুই বিষাক্ত জলে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌বি কি? তোকেও কি হারাব, চল্‌ ভাই ঘরে ফিরে চল, যা হবার হ'য়েছে। মা যশোদাকে কেঁদে গিয়ে সকল কথা বলিগে চল

কৃষ্ণ। দাদা সব ভুলে যাচ্চ নাক? তুমি কে? আমি কে? কি করতে এসেছি, সব ভুলে যাচ্চ? আমায় বাধা দিও না, দ্যাখ' না কি করি। রাখালদেরও বাঁচাবো কালীয়-নাগকেও সমুচিত শিক্ষা দেব।

বলরাম। না ভাই আমার প্রাণ বুঝ্‌চে না, আমি তোকে ছেড়ে দেব না।

কৃষ্ণ। দাদা কি বল্‌ছো? অসহায় রাখাল বালকেরা আমাদের মুখ চেয়ে, আমাদের সঙ্গে সাথে ফেরে,—তারা নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, আমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো; এমন প্রাণ, থাকার চেয়ে যাওয়া ভাল। তুমি দাদা হ'য়ে এই শিক্ষা দিচ্চ?

বলরাম। তবে ভাই, যা ভাল বুঝিস কর, আমি আর কি বলবো।

কৃষ্ণ। দ্যাখ দাদা কি করি, তুমি কিছু ভয় ক'র না। প্রাণ ভরে মার নাম স্মরণ কর।

(জলে ঝম্প প্রদান)

বলরাম। কোথায় গেল?—কোথায় গেল?—ঐ যে ভাই কানাই ভাসছে—কানাই কানাই!—উঠে আয় ভাই, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্ছে,—কই আর তো দেখা যাচ্ছে না, হায়!—হায়!—ভাই কানাই বুঝি আর নাই। এক গণ্ডূষ জল খেয়ে, রাখালেরা প্রাণ দিলে, তুই বিষ পরিপূর্ণ অগাধ জলে, হাবুডুবু খেয়ে কি ক'রে বাঁচবি ভাই?—কানাই!—কানাই!—তুই কেন আমার কথা শুন্‌লি নি;—কেন কালীয়নাগ দমন ক'ত্তে জলে ঝাঁপ দিলি?—এ সর্ব্বনাশ কেন ক'র্‌লি?—আমি কোন্‌ মুখ নিয়ে ঘরে ফিরবো ভাই? আর একটু দেখ্‌বো, তার-পর তুইও যে পথে, আমিও সেই পথে যাব।

(বালকবেশে শ্রীরাধার প্রবেশ।)

বলরাম। কে তুমি?—কে তুমি—কাকে খুঁজতে এসেছ? কানাইকে?—আমার ভাই কানাইকে?

রাধা। হ্যাঁ!—হ্যাঁ!—বোলে দাও, বোলে দাও, আমার কৃষ্ণ কোথায়? রোজ এমনি সময় বাঁশী শুনি, আজ বাঁশী নীরব কেন? তাই এসেছি—প্রাণে যেন কে আগুন জেলে দিলে তাই ছুটে এসেছি,—আমার কৃষ্ণকে দেখতে এসেছি, খুঁজে খুঁজে এতদূর এসেছি; ব'লে দাও, ব'লে দাও, আমার

কৃষ্ণ কোথায় ব'লে দাও, আমি বাঁশী শুন্‌তে এসেছি।

বলরাম। সে অনেক কথা, ভাই কানাই আর নাই,—সে চ'লে গেছে, ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, এই বিষাক্ত হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছে।

রাধা। বুঝেছি,—বুঝেছি, তাই আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছিলো, তাই আজ এ সময়ে বাঁশী নীরব,—আমিও যাব, আমার প্রাণ-কৃষ্ণ যেখানে গেছে, সেইখানে যাব।

গীত।

কাঁহা জীবন ধন, বৃন্দাবন প্রাণ,
কাঁহা মেরি হৃদয়কি রাজা!
শূন্য হৃদয় পূরি, আও আও মুরারি,
মোহন বাঁশরী বাজা॥
নয়ন সলিলে বসন তিতায়ল,
সাধ কি সাগর হিয়া পর শুকাল,
শিরতাজ মেরি শিরমে আযা॥
নয়ন কি রোষ্‌নি নয়ন ছোড়্‌কে,
ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে,
হা-হা প্রিয় বঁধু এ কোন সাজা॥

(কালীর নাগ দমন করিতে করিতে, শ্রী ও রাখালগণের উত্থান।)

বলরাম। এই যে কানাই;—এই যে —কানাই!—কানাই! আমার কানাই!

কৃষ্ণ। দাদা! দাদা এই যে আমি, এই সঙ্গে আমাদের প্রাণের সাথীরা বেঁচে উঠেছে।

রাধা। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমার প্রা তুমি কোথায় ছিলে? আমিও সাথী হ'চ্ছিলুম।

কৃষ্ণ। প্রেমময়ী রাধে! আমার এতদূর এসেছ কেন? আমি তোমার যখনিই খুঁজবে তখনিই দেখ্‌তে দাদা এই সেই কালীয় নাগ, দুষ্টে দেখ। রাধে! তুমিও দেখ।

(নারদের গীত গাহিতে গাহিতে প্র

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোল মু
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্র ক্ষয়
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্য
ম্লেচ্ছান্ মুর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তু

যবনিকা পতন।